দামুড়হুদায় সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্রে ৩৫ শিক্ষার্থীর সবক গ্রহণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্রে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর পবিত্র কোরআন শিক্ষার সবক গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে জয়রামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পবিত্র কোরআন শরিফের সবক প্রদান করা হয়।

মো. শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার মডেল কেয়ারটেকার মো. রহমত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়রামপুর ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মো. শহিদুল ইসলাম।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবুল হোসেন, সাধারণ কেয়ারটেকার মো. নজরুল ইসলাম, মো. রফিকুল ইসলাম জিয়া, মো. আব্দুল হালিম, মো. মনিরুজ্জামান, মো. আহমেদ আলী ও মাওলানা ইয়াসিন আরাফাত।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক হাফেজ মো. জিল্লুর রহমান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত ‘নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’-এর অংশ হিসেবে এ সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রটির নাম জয়রামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র। এর কেন্দ্র কোড নম্বর ৫৪১।

এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের পবিত্র কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় শুরু হয়েছে খেজুর গাছ পরিচর্যার কাজ। নিপুণ হাতে গাছের পরিচর্যা ও চাঁচাছোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে রস সংগ্রহ। এরপর সেই রস থেকে তৈরি হবে সুস্বাদু গুড় ও পাটালি।

ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতিতে আসে নানা বৈচিত্র্য। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে শীতের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছগুলোকে রস সংগ্রহের উপযোগী করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন গাছিরা।

ইতিমধ্যে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা হাতে দা, কোমরে দড়ি নিয়ে খেজুর গাছের পরিচর্যা ও চাঁচাছোলার কাজ শুরু করেছেন। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস, সেই রসের গুড়ের সুবাস, পিঠা ও পায়েস গ্রামবাংলার চিরচেনা ঐতিহ্য। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে রস সংগ্রহ। পরে সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হবে গুড় ও পাটালি। চুয়াডাঙ্গার খেজুরের রস ও গুড়ের সুনাম রয়েছে দেশজুড়ে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামের গাছি জসিম উদ্দিনকে গ্রামের রাস্তার পাশে খেজুর গাছ পরিচর্যা করতে দেখা যায়। কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে ও হাতে কাঁচি নিয়ে তিনি গাছ প্রস্তুতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

এ বছর কতটি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন, জানতে চাইলে জসিম উদ্দিন বলেন, তাঁর নিজের ৭০টি গাছ রয়েছে। এ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে আরও ৯০টি গাছ নিয়েছেন। সব মিলিয়ে এ বছর ১৬০টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন তিনি।

দামুড়হুদায় রাতের আঁধারে কেটে ফেলা হলো প্রতিবন্ধী কৃষকের আনারকলি বাগান

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের কৃষক মনিরুল ইসলাম। ধারদেনা ও ঋণ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন আনারকলি জাতের পেয়ারা বাগান।

আশা ছিল, ফল বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি বৃদ্ধা মা ও পরিবার নিয়ে ভালোভাবে দিন কাটাবেন। কিন্তু রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা বাগানের সব গাছ কেটে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষতির মুখে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো বাগানে পরিচর্যা করতে গিয়ে মনিরুল দেখতে পান, তাঁর ১০ কাঠা জমির পেয়ারা বাগানের ফলসহ গাছগুলো কেটে ফেলে রাখা হয়েছে। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে পূর্বশত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সন্দেহ করছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও মনিরুল কখনো অন্যের দয়া বা ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভর করতে চাননি। আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে ধারদেনা ও স্থানীয় এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সুবুলপুর মাঠে ১০ কাঠা জমি লিজ নেন। এরপর জমি প্রস্তুত করে আনারকলি জাতের পেয়ারা চারা রোপণ করেন। নিজের শ্রম ও যত্নে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন বাগানটি।

বাগান তৈরিতে তাঁর প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। গাছগুলোতে ভালো ফলনও হয়েছিল। চলতি মৌসুমে পেয়ারা বিক্রি করে ঋণের টাকা পরিশোধের পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। কিন্তু গাছগুলো কেটে ফেলায় সেই স্বপ্ন ভেঙে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বাগানের সারি সারি পেয়ারা গাছ কেটে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। গাছগুলোতে থাকা ফলও নষ্ট হয়ে গেছে। বাগানের এমন অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন মনিরুল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন তাঁর বৃদ্ধা মা।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে মনিরুল ইসলাম বলেন, “আমি প্রতিবন্ধী মানুষ, কারও কাছে হাত পাতিনি। নিজে পরিশ্রম করে খাওয়ার জন্য ধারদেনা করে ১০ কাঠা জমি লিজ নিয়ে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ করে আনারকলি পেয়ারা বাগান করেছিলাম। ফলও ভালো হয়েছিল। ভেবেছিলাম, দেনা মিটিয়ে সংসারটা একটু ভালোভাবে চালাব। কিন্তু আমার বাগানের সব গাছ কেটে ফেলেছে। এখন ঋণের টাকা কীভাবে শোধ করব, বৃদ্ধা মা ও পরিবারকে কীভাবে চালাব, বুঝতে পারছি না।”

এ ঘটনায় সুবুলপুর গ্রামে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা বলেন, একটি বাগান গড়ে তুলতে কৃষকের শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। এভাবে গাছ কেটে ফেলার ঘটনায় কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এলাকাবাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মনিরুল ইসলামের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন ও সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

বাগান হারিয়ে বর্তমানে ঋণের বোঝা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে মনিরুলের পরিবারের। দ্রুত ঘটনার তদন্ত ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার কিছুটা সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের

অভিযানে সাড়ে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে ছয়টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে মোট ১৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, চাল বিক্রির ক্ষেত্রে পাটের বস্তা ব্যবহার না করায় পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ অনুযায়ী কার্পাসডাঙ্গা বাজারের ওয়াসিম ট্রেডার্স ও দীন মোহাম্মদ মার্টকে মোট ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ রশিদ না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে, সড়কে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী দুজনকে মোট ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাজ্জাদ হোসেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, জনস্বার্থ রক্ষা ও বাজারব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় গ্রাম আদালত

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার, ১ বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে তিন পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আজগার আলী (৩৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে আদালত তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর পূর্বপাড়া গ্রামে আফাজ্জেল হোসেনের বাড়ির সামনে পাকা সড়কে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই এলাকার আফাজ্জেল হোসেনের ছেলে আজগার আলীকে তিন পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।

পরে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। গতকাল শুক্রবার সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে বিচারের জন্য সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাকে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার এবং চোরাকারবারি, মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, দস্যু, ছিনতাইকারী ও ডাকাতসহ অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

ছিনতাইয়ের পেছনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

২৪ বছর পর লাশ হয়ে দেশে ফিরলেন দামুড়হুদার প্রবাসী হাসান আলী পুটু

পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন নিয়ে ২৪ বছর আগে পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রবাসে। দীর্ঘ দুই যুগ পর ফিরলেন নিজ জন্মভূমিতে—তবে জীবিত নয়, কফিনবন্দি নিথর দেহ হয়ে।

হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরী গ্রামে। নিহত হাসান আলী ওরফে পুটু কালিয়াবকরী গ্রামের মৃত উসমান গনির ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২৪ বছর আগে ভাগ্য পরিবর্তন ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরানোর আশায় আফ্রিকায় পাড়ি জমান হাসান আলী। প্রবাসের মাটিতে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে গেছেন তিনি।

প্রবাসে গিয়ে এক আফ্রিকান নারীকে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন হাসান আলী। তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় এক সন্তান। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেখানেই চলছিল তার জীবন।

কিন্তু হঠাৎ করেই নেমে আসে নির্মম পরিণতি। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আকস্মিকভাবে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন হাসান আলী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রবাসের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ পর আজ তার মরদেহ নিজ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়।

যে মানুষটি ২৪ বছর আগে জীবিত অবস্থায় পরিবারের স্বপ্ন পূরণের আশায় দেশ ছেড়েছিলেন, সেই মানুষটিই আজ ফিরলেন নিথর দেহ হয়ে।হাসানের মরদেহ গ্রামে পৌঁছানোর পর স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পুরো পরিবেশ। তাকে শেষবারের মতো একনজর

দেখতে কালিয়াবকরী গ্রামে ভিড় করেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী।

দীর্ঘ ২৪ বছর প্রবাসে কাটিয়ে যাওয়া হাসানের আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু তার পরিবার নয়, শোকাহত পুরো এলাকাবাসী। অন্যদিকে, প্রবাসে রেখে যাওয়া তার আফ্রিকান স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎও এখন অনিশ্চয়তার মুখে।

পরিবারের জন্য জীবনের সোনালি সময়গুলো প্রবাসে কাটিয়ে দেওয়া হাসান আলী শেষ পর্যন্ত ফিরলেন নিজের মাটিতে—তবে স্বজনদের বুকে নয়, কফিনের নিথর যাত্রী হয়ে।

তার মৃত্যুতে কালিয়াবকরীসহ পুরো দামুড়হুদা উপজেলায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

দামুড়হুদায় আইনশৃঙ্খলা ও দুর্গাপূজার প্রস্তুতি সভা

দামুড়হুদায় উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা ও শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার। সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনে আসক্তি কমাতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে কঠোরভাবে নজরদারি করতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি অংশের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ কম থাকায় তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। যথাযথ

তদারকি না করলে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিতভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় অভিভাবকের মতো, তাই শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়কেই সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সভায় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশ, বিজিবি ও আনসার বাহিনী, গ্রাম পুলিশ সহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা এবং আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, জামায়াতে ইসলামীর দামুড়হুদা থানা আমির নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদ দৌলা টিটন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দর্শনা প্রেসক্লাব সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দামুড়হুদা শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির

সভাপতি সঞ্জয় হালদার, সাধারণ সম্পাদক শোভন দাস, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২২টি পূজামণ্ডপ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি মণ্ডপে এ বছর শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে সব পূজামণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পূজাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

[redacted]

[redacted]